জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়

গেস্টরুমে ডেকে নিয়ে কান ফাটালেন ছাত্রলীগ নেতা

জাবি প্রতিনিধি

২৩ মার্চ ২০২৩ ১২:০০
এএম | আপডেট: ২২ মার্চ
২০২৩ ১১:৩৭ পিএম

advertisement

জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের (জাবি) মীর মশাররফ হোসেন হলের গেস্টরুমে সজীব আহমেদ নামে এক শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে চড় মেরে কান ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত হাসান মাহমুদ ফরিদ বিশ^বিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ৪৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী সজীব ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী।

advertisement

সজীব বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে বহিরাগত একজনের সঙ্গে আমাদের ঝামেলা হয়। পরে জানতে পারি, তিনি ৪৪ ব্যাচের একজনের গেস্ট। এ কারণে আমিসহ ৪৮ ব্যাচের নাঈম ও সিয়ামকে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে পরিবেশ বিজ্ঞানের ফরিদ উঠে এসে আমাকে কানের গোড়ায় তিনটি চড় দেয়। কান দিয়ে রক্ত পড়ায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে যাই। পরে ৪৭ ব্যাচের কয়েকজন মিলে আমাকে মেডিক্যালে নিয়ে যায়। এখন কানে শুনতে পাচ্ছি না। ডাক্তার এক মাস পর্যবেক্ষণে থাকতে বলেছেন। এর পর জানা যাবে এটা ঠিক হবে কিনা। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেনো লিখিত অভিযোগ দিইনি।

নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক গেস্টরুমে উপস্থিত

advertisement

একজন জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে গেস্টরুম শুরু হয়। দুপুরে হলের সিনিয়রের অতিথির সঙ্গে জুনিয়রদের খারাপ ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে জেরা চলতে থাকে। একপর্যায়ে ৪৭ ব্যাচের ছাত্রদের বলা হয়, ৪৮ ব্যাচের ছাত্রদের মারার জন্য। এ সময় হঠাৎ ফরিদ উত্তেজিত হয়ে সজীবের কানে এলোপাতাড়ি চড় মেরে রক্তাক্ত করে। সজীব কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করে, ‘ভাই, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর রাজনীতি করব না, বাসায় চলে যাব।’

প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্র জানায়, এ সময় গেস্টরুমে উপস্থিত শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল ফারুক ইমরান (ইতিহাস-৪৪) বলেন, ‘ও নাটক করতেছে। ওরে তোল। আজকে এই গেস্টরুম থেকে ওর লাশ বের হবে।’ পরে কয়েকজন সজীবকে মেডিক্যালে নিতে চাইলে ইমরান তাদের বাধা দিয়ে বলেন, ‘আগে দেখ ও নাটক করতেছে কিনা। ২০-৩০ মিনিট অবজার্ভ কর। এখন মেডিক্যালে নিয়ে গেলে নিউজ হবে।’

এ সময় গেস্টরুমে উপস্থিত ছিলেন শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ (মার্কেটিং-৪৪), সহসভাপতি শাহ পরান (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-৪৪), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন (রসায়ন-৪৪), আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-৪৫), উপ-ছাত্রবৃত্তিবিষয়ক সম্পাদক আলরাজি সরকার (সরকার ও রাজনীতি-৪৫)। তারা সবাই মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।

গেস্টরুমে থাকা দেলোয়ার বলেন, সজীবের সারাদিন ক্লাস-এসাইনমেন্ট থাকার ফলে গেস্টরুমে এসে শারীরিক দুর্বলতার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গেস্টরুমের ব্যাপারে তিনি বলেন, রোজার আগে এটি আমাদের রুটিন গেস্টরুম। নির্দিষ্ট করা ছিল না। রোজায় সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য এ গেস্টরুম।

অভিযুক্ত ফরিদ বলেন, গেস্টরুমে মারধরের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কেউ আহত হয়নি। আলরাজি বলেন, মারধরের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম না। আমি সজীবকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছি।

প্রভোস্ট অধ্যাপক এম ওবায়দূর রহমান বলেন, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছি। সে এখনো আমাদের লিখিতভাবে কিছু জানায়নি। সন্ধ্যায় হল প্রশাসনের মিটিং ডেকেছি। এরপর আমরা ব্যবস্থা নেব।